তারিখ 13 OCT 1991 পৃষ্ঠা ... কলাম ৪

দৈনিক ইনকিলাব

ভিন্নধর্মী এক কলেজ

চেষ্টা থাকলে আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে থেকেও মনোরম শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নকলবিহীন পরীক্ষা নিশ্চিত করে ভাল ফল অর্জন সম্ভব তার প্রমাণ করেছে মাগুরা জেলার শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজ।

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এলাকার শিক্ষানুরাগী জনগণের উদ্যোগে গত ১৯৬৯

সালে প্রায় ২৭ বিঘা জমির উপর শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা বাঁধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ করে কলেজটি আজ প্রতিষ্ঠিত। লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ যদি বাংলাদেশের কোন কলেজে থাকে তবে সে দাবী এই কলেজই করতে পারে।

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণ আন্তরিক হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যে সার্বিক দুর্নীতি ও ছাত্র রাজনীতি নামক সন্ত্রাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে আদর্শ বিদ্যাপীঠে পরিণত করা যায় তারও প্রকৃত প্রমাণ রেখেছে শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজ।

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস অনুপ্রবেশ করে জ্ঞানার্জনের সুষ্ঠু পরিবেশকে কলুষিত করছে সে অবস্থায় শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজ সম্পূর্ণরূপে ছাত্র রাজনীতির উর্ধ্বে রয়েছে জন্মলগ্ন থেকে। ফলে দীর্ঘ ২২ বছরেও ছাত্র সংসদ গঠন হয়নি।

কলেজের ভবনগুলো দেখলেই বোঝা যাবে। এখানে কোন পোস্টার, দেওয়াল লেখন অথবা কোন রাজনৈতিক তৎপরতা কলেজের শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অন্যান্য কলেজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। সম্ভাব্য প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তরের জন্য শিক্ষকমণ্ডলী আপ্রাণ চেষ্টায় রত। প্রত্যেক সপ্তাহে পঠিত বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা, বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা, সুষ্ঠু পরীক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব বেঞ্চ কালো রং করা এবং শিক্ষকমণ্ডলীর নকল প্রতিরোধে আন্তরিকতাসহ সার্বিক পরিবেশ সুশৃংখল রাখার কারণে দু'দুবার সেরা কলেজ হিসাবে পুরস্কৃত হবার গৌরব অর্জন করে।

গত ১৯৮৯ সালের ১৬ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত উচ্চ পর্যায়ের পরিদর্শন টিমের প্রধান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব আজিজুল হক মন্তব্য করেন, "কুমার নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজ শান্তির ছায়া সুনিবিড় পরিমণ্ডলে আদর্শ শান্তি নিকেতন আমি দেখেছি। আজ দেখলাম বাংলাদেশের শান্তি নিকেতন।" তিনি মনোমুগ্ধকর পরিবেশ শিক্ষার উপযুক্ত স্থান হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

গত ১৯৮৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তৎকালীন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মুঃ নুরুল ইসলাম বলেছিলেন, খুলনা বিভাগের যদি একটি কলেজও সরকারীকরণ করা হয় এবং আমার সুপারিশ প্রয়োজন হয় তবে শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজই আমার সুপারিশ পাবে। তিনি খুলনা বিভাগের মধ্যে এই কলেজকে অন্যতম কলেজ হিসেবে মন্তব্য করেন।

গত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিদর্শনে এসে যশোর শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি মন্তব্য করেন, "সর্বশ্রম পণ্ডহয়নি। ছাত্র-ছাত্রী নকলবিহীন পরীক্ষা দিতে পারে—শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজেই দেখলাম"।

গত ১৯৮৭ ও ৯০ সালে কলেজটি শ্রেষ্ঠ কলেজ এবং কলেজের অধ্যক্ষ জান মুহাম্মদ ১৯৮৮, ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হবার গৌরব অর্জন করেন। এছাড়া গত বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল যশোর বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান পায়। বরাবরই ফলাফল সন্তোষজনক। গত ১৯৮৯ সালে পাশের হার ছিল ৬০.৯৪%। শিক্ষা বহির্ভূত কার্যক্রম যথা বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদিতে কলেজের ছাত্ররা তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে। কলেজে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ২৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ শ' ৫৪ জন।

সুশৃংখল ও সম্ভাবনাময় এই কলেজের আর্থিক অনটনই বড় সমস্যা। সুষ্ঠু পরীক্ষা নিশ্চিত করতে নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যত্র চলে যায় ফলে ছাত্রের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন বর্তমানে ১৮ মাসের বাকী।

ভিন্নধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারীকরণের আশ্বাস তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ১৯৮৬ সালে শ্রীপুর পরিদর্শনকালে দিয়েছিলেন কিন্তু তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি।

সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত, যোগ্য ভিন্নধর্মী এই প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী ঘোষণা দিয়ে সমস্যাবলীর সমাধান ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়া উচিত।

মোঃ সাইদুর রহমান

37